দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 09 2002

বহু লোককে নিরক্ষর রেখেই হাকিমপুরকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল

হাকিমপুর উপজেলা সংবাদদাতা ঃ বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় হাকিমপুর উপজেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন অভীক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা হলেও উপজেলার সকল জনগণ নিরক্ষর অভিশাপ থেকে মুক্ত না হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। উত্তর জনপদের ঐতিহ্যবাহী দিনাজপুর জেলার অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত আলোর দিশারী দিনাজপুর সমিতির আওতায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০ জানুয়ারী ২০০১ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ১৯ হাজার ৮৩০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরজ্ঞান দেয়ার জন্য আলোর দিশারী হাকিমপুর উপজেলার কার্যক্রম চালু করা হয়। এতে ৪৬ জন সুপার ভাইজার ও ৬৬০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার পর থেকে শিক্ষার্থীদের উপকরণের অভাবে এবং সুপার ভাইজার ও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ভাতা নিয়মিত পরিশোধ না করায় এবং সরকারীভাবে সঠিক তদারকির অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম এমনিতেই ঝিমিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু চূড়ান্ত অভীক্ষায় কেন্দ্রে যে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ছিল বলে একটি সূত্রে জানা যায়। পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৩৭% থেকে ৬০% ছিল। উক্ত অভীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় কয়েকজন পরিক্ষার্থী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে না পাওয়া পূর্বেই স্কুলে দিক্ষিত হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে আনেন এবং তাদের দ্বারা জন প্রতি ২/৩টি করে প্রশ্ন পত্রের উত্তর লিখে নেয়া হয়। এদিকে দায়সারাভাবে নিরক্ষরমুক্ত না করে হাকিমপুর উপজেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করে নিজেদেরকে প্রশাসনের কাছে তুলে ধরার জন্য ভুয়া তথ্য প্রদান করায় এই এলাকার সচেতনমহল অবিলম্বে দুর্নীতি ও ফাঁকিবাজ প্রশাসনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছেন।